# পালন করবো নাকি করবো না ... এটাই হলো প্রশ্ন

আমাদের মধ্যে কেউ একে পালন করেন ভক্তি ও অধ্যবসায়ের সাথে আবার কেউ এর বিরুদ্ধে থাকেন সমান ঘৃণার সাথে। কেউ বলেন, এটা ধর্মীয় দায়িত্ব, আবার কারো কারো মত যে, এটা বিদ'আত। মানুষ ব্যাপারটি নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, বন্ধু বন্ধুকে পরিত্যাগ করে। কখনো কখনো সাধারণ মানুষ আক্ষরিক অর্থেই মারামারিতে লিপ্ত হয়, একে অন্যকে আঘাত করে। সুতরাং কোন সে বিষয় যার কথা আমি বলছি?

আমি বলছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মোৎসব নিয়ে, যাকে মিলাদুন্নবীও বলা হয়ে থাকে ।

হ্যাঁ, ১২ই রবিউল আউয়াল ... আসে আর যায়। কিন্তু; কখনো জানতে কৌতুহলী হয়েছেন কি ... ... আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জন্মদিন পালনের আদৌ কোনো বাস্তবতা আছে কি না?

আসুন আমরা প্রকৃত ব্যাপারটি কি তা দেখি।

সর্বাগ্রে, একজন মুসলিম যখন কোনো সমস্যা বা দ্বিধায় পড়েন, তখন আমাদের কি করা উচিত? আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং সেসব লোকদের যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতঃপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মিমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।" **{সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৫৯}**

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কোরআন ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ-এর দিকে ফিরে আসা।

## ১. পবিত্র কোরআন মিলাদুন্নবী সম্পর্কে কি বলে?

কিছুই না. হ্যাঁ, এটা সত্য ... ... **কিছুই না**।

নিশ্চিতভাবে কোরআনে এমন কিছুই নেই যা আমাদের মিলাদুন্নবী পালন করতে বলে। একটি আয়াতও নয়।

দেখুন, এবাদাত ধরণ যেটাই হোক, তা কোনো ব্যক্তিগত মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং সে রকম এবাদাত পালন করার জন্যে শরীয়তও অনুমতি দেয় না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আমি কোনো বিশেষ দিন বা ক্ষণকে; ধরা যাক সেটা প্রত্যেক মাসের ২২ তারিখ, এবাদাতের দিন হিসেবে পালন করা শুরু করতে পারবো না। কেন?

কারণ শরীয়তের কোথাও এমনটি করার অনুমতি নেই।

আবার, আমি এমনটিও করতে পারবো না যে কাল থেকে ফজরের নামায ৩ রাকায়াত আদায় করবো, যদিও তা আল্লাহর প্রতি আরো বেশী এবাদাতের উদ্দেশ্যেও হোক না কেন, কারণ শরীয়তে ফজরের নামাযের অনুমতি কেবলমাত্র দুই রাকায়াতের।

একইভাবে, যদি শরীয়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালনের হুকুম না থাকে তবে তাও করতে পারবো না। আসলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ আমাদের মাঝে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে) নতুন কিছুর প্রবর্তন করে তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" **{সহীহ বুখারী}**

এখন কেউ কেউ বিতর্কে যেতে পারেন এই বলে যে, না, আমরা মিলাদুন্নবী এবাদাত হিসেবে পালন করি না। সুতরাং দেখা যাক আমাদের হাতে অন্যান্য আর কি দলিল আছে।

## ২. সুন্নাহ এ ব্যাপারে কি বলে?

এখানেও, সুন্নাহর কোথাও এর প্রমাণ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তার জন্মদিন পালন করেছেন অথবা পালন করেছেন তার স্ত্রীগণ, সন্তানেরা বা সাহাবাগণ। একটি হাদীসও নেই যা আমাদের বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও ভেবেছেন এই দিনটি পালন করার মতো একটি বিশেষ দিন হতে পারে।

একটু ভাবুন ... ... যদি এটি পালন করার মাঝে কোনো ভালো কিছু থাকতো তবে কি তিনি নিজে তা করতেন না অথবা সাহাবাগণকে তা করার নির্দেশ দিতেন না? এবং অবশ্যই এটা অসম্ভব যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভালো কথাটি বলে যেতে ভুলে গেছেন। আউযুবিল্লাহ!

## ৩. সাহাবাগণ কি এটা পালন করেছিলেন?

সাহাবাগণ ছিলেন কোরআন প্রত্যাদেশের সাক্ষী। তাদের চোখের সামনে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। তারা খাওয়া-দাওয়া করেছেন, বসেছেন, ঘুমিয়েছেন, কথা বলেছেন, হেটেছেন, বসবাস করেছেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই। যদি কখনো কোনো কিছু তারা না বুঝতেন বা ভুল করে ফেলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ তা শুধরে দিতেন। এবং এ কারণেই ইসলাম সম্পর্কে ধারণায়, বোঝায় ও পালন করায় তারা ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট।

তথাপি, যদি আমরা সাহাবাগণের জীবনী ও তাদের আমলের দিকে তাকাই তবে দেখি যে তারা কখনই নবীর জন্মদিন পালন করেননি, তা নবীর জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর পর, যখনই হোক না কেন। না পালন করেছেন আবু বকর, না ওমর, না উসমান, না আলী, কিংবা না আয়শা, ইবনে উমর, ইবনে মাসুদ, তালহা, আয-জুবায়ের, একজন সাহাবীও নয়। এটা কি কিছু প্রমাণ করে না?

সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিঃশর্ত ভালবাসতেন। তারা বিনা দ্বিধায় তার জন্যে তাদের ঘর, পরিবার, জীবন যা কিছু তাদের ছিলো ... ... তা উজার করে দিতেন। তবুও এ ভালোবাসা কোনোদিন তাদেরকে নবীর জন্মদিন পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাদের এ ভালোবাসা তারা প্রমাণ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে অনুসরণের মাধ্যমে, ১২ই রবিউল আউয়ালকে একটি উৎসবের দিন হিসেবে পালন করে নয়।

## ৪. এ ব্যাপারে চার ইমাম ও অন্যান্য উলামাগণ কি বলেছেন?

কোনো একজন ইমামও কি; যেমন, আবু হানিফা, মালিক, আল-শাফি'ই, আহমদ, আল-হাসান আল-বসরী, এটা পালন করেছেন বা অন্যকে করার আদেশ করেছেন কিংবা বলেছেন এর মধ্যে ভালো কিছু আছে? না, বরং সত্য ঘটনা হলো প্রথম এবং সর্বোত্তম তিন শতাব্দীতে এর কোনো উল্লেখই করা হয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম হলো আমার সম্প্রদায়, তারপর তাদের পর যারা আসবে, তারপর তাদের পরে যারা আসবে" **{বুখারী, মুসলিম ও তিরমিজী}**

আর যদি 'সর্বোত্তম সম্প্রদায়' তার জন্মদিন পালন না করে থাকেন তাহলে আমাদেরও করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মোৎসব পালনের ব্যাপারটি শুরু হয়েছে আরো কয়েক শতাব্দী পরে। এর মধ্যে সত্য ধর্মের অনেক কিছুই মানুষের মধ্য থেকে বিলীন হয়েছে এবং বিদ'আত দিকে দিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ভেবে দেখুন ব্যাপারটা! এটা কি সম্ভব যে সাহাবাগণ, ইমামগণ এবং সর্বোত্তম তিন শতাব্দীর মুসলিমগণ এ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন বা তাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় কমতি ছিলো? বা ব্যাপারটি শুধু তাদেরই জানা ছিলো যারা এর পরে এসেছে অথবা তারা রসূলকে তাদের চেয়েও বেশী ভালোবাসে?!!! এটা কিভাবে হতে পারে!!

আসলে, হে ইসলামের ভাই/বোনেরা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা দেখানো যেতে পারে শুধুমাত্র তার পথনির্দেশ মেনে চলে যা তিনি নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং আপনার সাধ্যমতো সুন্নাহ-কে অনুসরণ করুন এবং নতুন উদ্ভাবিত কোনো এবাদাতে নিজেকে শামিল করবেন না। এটা শয়তানের একটা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

"(হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, (আমাকে ভালোবাসলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" **{সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৩১}**

এবং মনে রাখবেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথাটি যে তিনি বলেছেন,

"সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল কোরআন, সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হচ্ছে মুহাম্মদের পথ-নির্দেশ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে যা নতুন করে উদ্ভাবন করা হয় (ধর্মে), আর প্রত্যেকটি নতুন উদ্ভাবনের (বিদ'আত) পরিণতি জাহান্নাম।" **{মুসলিম ও আল-নাসা'ঈ}**

Published as PDF by :-

A Gentlemen's Cybercafé

* বোন আসমা বিনত্ শামীম এর মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী (mohammad.nasiddiquee@gmail.com)